সংবাদ

তারিখ 28 OCT 2002
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের পর পুড়িয়ে হত্যার দায়ে রংপুরে ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

□ ২ লাখ টাকা জরিমানা □ এক মহিলার যাবজ্জীবন

রংপুর থেকে লিয়াকত আলী বাদল ॥ ৯ম শ্রেণীর স্কুল ছাত্রী মালা বেগমকে ঊর্ধ্বপুবি ধর্ষণের পর শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে নৃশংসভাবে হত্যার অভিযোগে ৩ আসামিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে রোববার রায় প্রদান করেছেন রংপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের জজ আ. ম সাঈদ। অন্য এক মহিলা আসামিসহ প্রত্যেকের ২ লাখ টাকা জরিমানা প্রদানের নির্দেশ দেন। জরিমানার অর্থ আসায়ের জন্য আসামির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ তার আদালতে জমা প্রদানের জন্য রংপুরের জেলা প্রশাসকের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত গলায় ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে রেখে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আদেশ দেন। তবে

মৃত্যুদণ্ড ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

রংপুরে চাঞ্চল্যকর স্কুলছাত্রী মালা বেগম ধর্ষণ ও হত্যা মামলার রায়ে দণ্ডপ্রাপ্তদের (× চিহ্নিত) ৩ জনকে আদালত থেকে জেলহাজতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে - সংবাদ

মৃত্যুদণ্ড ঃ ৩ আসামির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অনুমোদনের পর রায় কার্যকর করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আইনজীবীসহ মানবাধিকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ রায়কে যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেছেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৩ আসামি হলো মো. হারুন, মো. বুলেট এবং মো. জুয়েল। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামি হলো মুন্নি বেগম।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ নিহত মালা বেগমের বাবা সদর উপজেলার পলিচড়া বুয়ারপাড়া গ্রামের মজিবর রহমান ২০০০ সালের ৭ই নভেম্বর কোতোয়ালি থানায় হাজির হয়ে অভিযোগ করেন, তার ৯ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত নাবালিকা মেয়ে মালা বেগমকে ৬ই নভেম্বর সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টায় আসামি মুন্নি বেগম রাতে তার সঙ্গে থাকার কথা বলে ডেকে নিয়ে যায়। ওই রাতে আনুমানিক সাড়ে ১২টায় আসামি মোস্তাফিজার রহমানের বাড়ির পূর্বদিকে সিমুল গাছতলায় ভিকটিম মালা বেগমের চিৎকার শুনে তার ছেলে উজ্জ্বল, রাজ্জাক, ভাই মজিদ ঘটনাস্থলে গিয়ে মালা বেগমকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মাটিতে গড়াগড়ি খেতে দেখে কোনরকম আগুন নেভাতে সক্ষম হয়। জিজ্ঞাসা করলে মালা বেগম জানায়, আসামি মুন্নি বেগম প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার কথা বলে তাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসামি হারুন, বুলেট ও জুয়েলের হাতে তুলে দেয়। তখন আসামিরা তাকে হারুনের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে রাজি না হওয়ায় আসামি জুয়েল ও বুলেট তাকে ধরে রাখে এবং আসামি হারুন বোতল থেকে কিছু একটা ছিটিয়ে দিয়ে তার শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরবর্তীতে মালা বেগমকে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ২০০০ সালের ৭ই নভেম্বর বিকেল ৪টায় সে মারা যায়।

এ ব্যাপারে কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়ের করার পর তদন্তকারী দারোগা কৃষ্ণকুমার সরকার মালা বেগমের লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি ও ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করেন। ২০০০ সালের ৯ই নভেম্বর আসামি মুন্নি বেগমকে গ্রেফতার করে আদালতে প্রেরণ করা হয়। ২০০০ সালের ১৬ই নভেম্বর আসামি হারুনকে গ্রেফতার করে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এহসানুল কবিরের আদালতে হাজির করলে সে স্বেচ্ছায় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কার্যবিধি আইনের ১৬৪ ধারামতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করে। এছাড়া আসামি আবদুর রাজ্জাক, আবদুল মজিদ, আইনুল, উজ্জ্বল, নেহার আলী, লাইছ মিয়া এবং কায়সার আলীর নারী নির্যাতন আইনের ২২ ধারামতে জবানবন্দি রেকর্ড করেন বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট।

সাক্ষ্য-প্রমাণ ও ডাক্তারের ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আসামি হারুন, জুয়েল ও বুলেটের বিরুদ্ধে মালা বেগমকে ধর্ষণ করে শরীরে আগুন ধরিয়ে মৃত্যু ঘটানোর জন্য দোষীসাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড ও ২ লাখ টাকা করে জরিমানা এবং আসামি মুন্নি বেগমের বিরুদ্ধে ওই কাজে প্রত্যক্ষ সহায়তার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ২ লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ প্রদান করা হয়। আসামিদের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ৪(১) ৯(২) এবং ৪(১) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

রোববার জরাজীর্ণ আদালতে এ রায় ঘোষণা করা হলে আসামির কান্নায় ভেঙে পড়ে। তবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৩ আসামির মধ্যে জুয়েল পলাতক রয়েছে। গ্রেফতার হওয়ার পর তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার কথা রায়ে উল্লেখ করা হয়।

নিহত মালা বেগমের বাবা মজিবর রহমান রায়ে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। ন্যায়বিচার পেয়েছেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রায় কার্যকর করার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, আর কোন বাবা-মায়ের সন্তানকে যেন এভাবে মৃত্যুবরণ করতে না হয়।